দৈনিক সংবাদ

MAR 19 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি কর্মচারীর বেতন কাঠামো সম্পর্কীয় পেনশন, আনুতোষিক ও কল্যাণ তহবিল ভাতার সংস্কারসহ আধুনিকায়নের প্রস্তাব

বর্তমান সদাশয় সরকার সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈন্যের কথা বিবেচনা করে নির্বাচনী ইশতেহারে এবং বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বেতন কাঠামো, দি পাবলিক সার্ভেন্ট (রিটায়ারমেন্ট) আইন-৭৪ এবং পেনশন বিধিমালায় সৃষ্ট বৈষম্য ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়াদির সংস্কার ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে 'স্থায়ী বেতন কমিশন' গঠন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তৎপরিপ্রেক্ষিতে গত ৮-২-২০০২ তারিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যত্রয়ের আনীত পাবলিক সার্ভেন্ট (রিটায়ারমেন্ট) আইন-৭৪ অধিকতর সংশোধনকল্পে সরকারি কর্মচারীর অবসর গ্রহণের বয়স সীমা ৫৭ বছরের স্থলে ৬০ বছর এবং স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের চাকরিকালের সীমা ২৫ বছরের স্থলে ২০ বছর নির্ধারণের লক্ষ্যে বিল উত্থাপন করেন। এইরূপ যুগান্তকারী সংস্কার ও আধুনিকায়নের উদ্যোগ সকল ভুক্তভোগী মহলের প্রশংসা ও সাধুবাদ পাওয়ার দাবিদার।

লক্ষণীয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সদাশয় সরকার পাঁচটি বেতন কাঠামো বাস্তবায়ন করলেও মূলত প্রত্যেকটি বেতন কমিশন দায়সারা গোছের। শুধু পূর্ববর্তী চালুকৃত বেতন স্কেলের আংশিক রদবদল করতঃ যৎসামান্য বেতন বাড়ানো ছাড়া বেতন সম্পর্কীয় নিম্নোক্ত মূল বিষয়গুলো সংস্কার ও আধুনিকায়ন করার সুপারিশ কিংবা চিন্তা-ভাবনা আমলে নেননি।

১) প্রায় ১৬ বছর পূর্বের প্রচলিত পেনশন ও আনুতোষিকের পরিমাণের হার সংস্কার ও সহজীকরণ।

২) ব্রিটিশ আমলে চালুকৃত ৬ মাস পূর্ণ বেতন ও ৬ মাস অর্ধ বেতনের এলপিআরকে সরলিকরণে পূর্ণ বেতনের ছুটিতে রূপান্তরিতসহ অবশিষ্ট ছুটিকে নগদায়ন।

৩) চূড়ান্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বেনাভোলেন্ট ফান্ড থেকে মাসিক ভাতা প্রদানের নিয়ম চালুকরণ।

৪) স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন ও প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে অগ্রিম ইনক্রিমেন্টের সুবিধা প্রদান।

উল্লিখিত ১ থেকে ৩ নং ক্রমিকের মৌলিক বিষয় প্রায় ১৬ বছর পূর্বের নিয়ম ও হার বহাল আছে যা বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও জীবন রক্ষাকারী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অগ্নিমূল্য এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রামানের সঙ্গে দেশীয় মুদ্রামানের অবমূল্যায়নজনিত আর্থিক আনুপাতিক সমমূল্যায়নের সঙ্গে পর্বত প্রমাণ অসঙ্গতিপূর্ণ।

এসব জটিল সমস্যা আড়ালে রেখে সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা ও জঞ্জাল নিরসনের বিষয়টি দূরদৃষ্টির আলোকে বর্তমান সরকার ক্ষমতা আহরণের পূর্বেই দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছেন। সেই আলোকে 'দি পাবলিক সার্ভেন্ট' (রিটায়ারমেন্ট) আইন ১৯৭৪ অধিকতর সংশোধন বিল ২০০২ সংসদে উত্থাপন করেন।

লক্ষণীয়, বর্তমানে আনুতোষিক, পেনশন, পরিমাণের হার বেনাভোলেন্টের ভাতা হার পুরাতন জটিল পদ্ধতিতে করা হয় বলে পেনশন কেইস চূড়ান্তকরণে দীর্ঘসূত্রিতাসহ হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়।

অতএব, উল্লিখিত অসঙ্গতি ও বৈষম্য দূর করে আনুতোষিক, পেনশন ও চূড়ান্ত অবসর গ্রহণকারীর স্বপক্ষে বেনাভোলেন্টের ফান্ড থেকে মাসিক ভাতার হার চালু এবং সংস্কার ও পুনর্নির্ধারণ করে নিম্নোক্ত সহজ পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ চালু ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সদাশয় সরকার ও অর্থমন্ত্রণালয়ের নিকট বিনীত আবেদন জানাচ্ছি।

(ক) আনুতোষিক ও পেনশন পরিমাণ হার ঃ

পেনশনযোগ্য চাকরি	প্রতি টাকায় আনুতোষিক হার একেকালীন থোক বেতন	পেনশন পরিমাণ হার
ক) ১ বছর — ১০ বছর		নাই
খ) ১১ বছর — ২০ বছর	২৬৫	৮৫%
গ) ২১ বছর — ২৫ বছর	২৮৫	৯৫%
ঘ) ২৬ বছর ও ততোধিক	২৯৫	১০০%

(খ) চূড়ান্ত অবসর গ্রহণকারীকে বেনাভোলেন্ট ফান্ড থেকে মাসিক ভাতা চালুকরণ ঃ

বর্তমান বেতন গ্রেড	কর্তনযোগ্য মাসিক নির্দিষ্ট চাঁদামাসিক ভাতা	
১ নং — ৫ নং গ্রেড	১২৫	১৫০০/-
৬ নং — ১০ নং গ্রেড	৬০	১৩৫০/-
১১ নং — ১৫ নং গ্রেড	৪০	১২৫০/-
১৬ নং — ২০ নং গ্রেড	৩০	১১৫০/-

(গ) স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন ও প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট প্রদান ঃ

১ নং — ৫ নং গ্রেড	২টি ইনক্রিমেন্ট
৬ নং — ১০ নং গ্রেড	৩টি "
১১ নং — ১৫ নং গ্রেড	৪টি "
১৬ নং — ২০ নং গ্রেড	৫টি "

শামসুদ্দিন
গ্রাম ঃ পশ্চিম চরউরিয়া
থানা- সুধারাম, নোয়াখালী।